সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৮
WEEKLY BOOKLET:388

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ৭৪টি মাদানী ফুল (পর্ব-২)

অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা ০৫
সর্বপ্রথম মুমিন ০৯
বেলায়তের চারটি স্তর ১৩
নবীর প্রতি শত্রুতার শাস্তি ১৮



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীরে নূরুল ইরফান"

থেকে ৭২টি মাদানী ফুল (পর্ব-২)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "তাফসীরে নূরুল ইরফান" থেকে ৭২টি মাদানী ফুল (পর্ব-২) পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে কুরআনে করীমের বরকত দ্বারা ধন্য করে দাও এবং তাকে তার বাবা-মা এবং সন্তানসহ জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সালামের জবাব

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا مِنْ اَحَدٍ يُّسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ অর্থাৎ যখনই কেউ আমার উপর সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহ পাক আমার রুহ ফিরিয়ে দেন এমনকি আমি তার সালামের উত্তর প্রদান করি। **(আবু দাউদ, ২/৩১৫, হাদিস: ২০৪১)**

হাদিসে পাকের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মনোযোগ, সেই প্রাণ নয়, যার মাধ্যমে জীবন অবশিষ্ট

www.dawateislami.net

থাকে। রাসূলে করীম (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সর্বদা চিরজীবিত রয়েছেন। এই হাদিসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমিতো এমনিতে নিষ্প্রাণ থাকি, কারও দরুদ পড়ার মাধ্যমে জীবিত হয়ে উত্তর দিতে থাকি, কেননা প্রতিটি মূহুর্তে রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি লক্ষ লক্ষ দরুদ পড়া হয়, ফলে আবশ্যক হয়ে যায় যে, প্রতিটি মূহুর্তে লক্ষবার তাঁর রুহ বের হতে ও প্রবেশ করতে থাকে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ২/১০১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা থেকে গুজরাট যাওয়ার নির্দেশ

মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাতবার হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একবার হজ্বের পর দীর্ঘ সময় মদীনা মুনাওয়ারার আনন্দঘন ও নূরানী পরিবেশে নিজের জীবনের সুন্দর দিনগুলো অতিবাহিত করেন, অন্তরে এই ইচ্ছা জাগলো, আহ! এমন কোন সুযোগ এসে যেতো যে, চিরকাল এই পবিত্র ভূমিতে থাকতে পারতাম। মসজিদে নববী শরীফের কাছাকাছি বসবাসকারী এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হলো এবং এই নির্দেশ এলো: "আহমদ ইয়ার খানকে বলো, সে যেনো গুজরাট যায় এবং তাফসীরের কাজ করে।" তাঁর নিকট যখন এই বার্তা পৌঁছানো হলো তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বলতে লাগলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে এই নির্দেশ এসেছে যে, গুজরাট যাও! তো এখন গুজরাটই আমার জন্য মদীনা।

(হায়াতে সালিক, ১২৭ পৃ:)

www.dawateislami.net

মদীনে কা কুছ কাম করনা হে সায়্যিদ
মদীনে সে মে ইস লিয়ে জা রাহা হো

সত্যিকার আশিক মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হাকিমুল উম্মত, প্রকৃত আশিকে রাসূল, আমলদার আলিম, সূফীয়ে বা-সাফা, মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِএর মুবারক নাম কোনো আশিকে রাসূলের নিকট অপরিচিত নয়? আল্লাহ পাক পৃথিবীজুড়ে মুফতি সাহেব ও তাঁর কিতাব এবং তাফসীর গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন এবং গ্রহণযোগ্য কেনইবা হবে না, তাফসীর লেখার নির্দেশ তো তাঁকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে দেয়া হয়েছে। মুফতি সাহেবের দুটি প্রসিদ্ধ তাফসির হলো: (১) তাফসীরে নূরুল ইরফান (২) তাফসীরে নঈমী (এর সম্পূর্ণ তাফসীর মুফতি সাহেবের নয়, ১১ পারার তাফসীর লেখার পর তিনি ইন্তিকাল করেন।)

মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সময়কার অনেক বড় আলিমে দ্বীন ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচনা ও সংকলন পড়লে এমন মনে হয় যেন প্রতিটি লাইনে রাসূল প্রেমের ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে। তাফসীরে কুরআন হোক বা হাদিসের ব্যাখ্যা, মুফতি সাহেব শানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণনা করতে কোন সুযোগ হাতছাড়া করেন না। যুক্তিতে প্রভাবিত হওয়াদের যুক্তি আর সাধারণ মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদিস থেকে উদাহরণ দিতেন, যদি লোকেরা সমালোচনার চোখে না দেখে তবে মগ্ন হয়ে যাবে। এই পুস্তিকাটি তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর ‘‘নূরুল ইরফান’’ এর সুন্দর বিষয়বস্তু সম্বলিত।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক মুফতি সাহেবের মাযারে রহমত ও নূরের বর্ষন করুক আর আমাদেরকে তাঁর ফয়েয দ্বারা ধন্য করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"সূরা আনআম" থেকে অর্জিত ২২টি সুন্দর বিষয়

(১) আসমানও সাতটি এবং জমিনও সাতটি, তবে আসমান একে অপরের কাছ থেকে দূরত্বে অবস্থিত আর জমিনের স্তরগুলো একে অপরের সাথে লেগে রয়েছে, যেমন পেঁয়াজের খোসার মতো। তাছাড়া প্রতিটি আসমানের প্রকৃতি ভিন্ন, কোনটি তামার, কোনটি রূপার, কোনটি স্বর্ণের তবে প্রতিটি জমির প্রকৃতি শুধুই মাটি। এ কারণেই কুরআনে করীমে সব জায়গায় আসমানকে বহুবচন এবং জমিনকে একবচন ইরশাদ করা হয়েছে। অতএব কুরআনী আয়াতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। মনে রাখবেন, আসমানসমূহ সৃষ্টি হয়েছে দুইদিনে, জমিন সৃষ্টি দুইদিনে এবং জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদির সৃষ্টি দুইদিনে হয়েছে, দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এতটুকুই সময়, অন্যথায় তখন দিন ছিলো না, দিন তো সূর্যের মাধ্যমে হয় আর তখন সূর্য ছিলো না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৫৪-২৬৭ পৃ:)**

(২) কাফেরদের উপর তাদের খারাপ আমল চেপে বসবে আর মুমিন নিজের কিছু নেক আমলের উপর আরোহন করবে, কুরবানির পশু বাহন হবে। কাফেরের নেকী হবে হালকা আর গুনাহ ভারী হবে। মুমিনের নেকী ভারী হবে আর গুনাহ হালকা হবে। পাকস্থলি নষ্ট হলে তবে খাবার বোঝা হয়ে আমাদের উপর চেপে বসে। পাকস্থলি ভালো হলে তবে খাবার হালকা হয়ে নিজেই বাহন হয়ে যায়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৫৮ পৃ:)**

www.dawateislami.net

অন্তরের কঠোরতার ভয়াবহতা

(৩) সমস্ত আযাবের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আযাব হলো অন্তরের কঠোরতা। যার ফলে নবীর শিক্ষা প্রভাব বিস্তার করে না। এ থেকে বোঝা যায়, গুনাহ সত্ত্বেও দুনিয়াবী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা আল্লাহ পাকের গযব ও আযাব, কেননা এতে মানুষ আরও বেশি উদাসিন হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় বরং কখনো মনে করে যে, গুনাহ হয়তো ভালো কিছু, অন্যথায় আমি এই নেয়ামত পেতাম না, এটা "কুফরী"। এটাও জানা গেলো যে, নেককার বান্দার উপর কষ্ট আসা আল্লাহ পাকের রহমতের একটি মাধ্যম কেননা এর ফলে সেই নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬০ পৃ:)**

মুমিন ও কাফেরের মৃত্যুর ৩টি নাম

(৪) মুমিনের মৃত্যুর তিনটি নাম রয়েছে: (১) ওফাত (অর্থাৎ নিজের কাজ সম্পন্ন করার সময়) এরপর আরাম ও নেয়ামতের সময় (২) বেছাল অর্থাৎ প্রিয়জনের সাথে মিলনের মাধ্যম (৩) শাহাদাত অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যম।

কাফেরের মৃত্যুরও তিনটি নাম রয়েছে: (১) تَدْمِيْر (অর্থাৎ বিনাশ) دَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا (২) ধ্বংস اَهْلَكْنٰهُمْ এবং (৩) اَخَذْنٰهُمْ اَخْذً। অনুরূপভাবে মুমিনের জীবনের নাম হলো হায়াতে তায়্যিবা (অর্থাৎ পবিত্র জীবন), কাফেরের জীবনের নাম হলো مَعِيْشَةً ضَنْكًا (সংকীর্ণ জীবন)।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬০ পৃ:)

(৫) নেককারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তারা রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরজা থেকে কখনো প্রত্যাখ্যাত হবে না, না দুনিয়ায় না আখিরাতে, অতএব যারা রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নৈকট্য

www.dawateislami.net

চায়, তারা যেন আল্লাহ পাককে স্মরণ করে। এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬১ পৃ:)**

(৬) প্রত্যেক নিম্ন ও উচ্চ বিষয় লওহে মাহফুযে লেখা আছে আর এই লেখার কারণ এই জন্য নয় যে, আল্লাহ পাকের নিজের ভুলে যাওয়ার আশংখা ছিলো, তাই লিখে রেখেছেন, বরং নিজের বিশেষ নৈকট্যশীল বান্দাদের দেখানোর জন্য, যাঁদের দৃষ্টি লওহে মাহফুযে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬২ পৃ:)

(৭) পয়গম্বরের অন্তরে সৃষ্টির এমন ভয় কাজ করে না, যা তাঁদেরকে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬৬ পৃ:)

(৮) দুনিয়ার অবস্থান এবং আমাদের এখানে থাকা সাময়িক (Temporary), আসল গন্তব্য হলো আখিরাত। তাই দুনিয়াকে দারুল ফারার (অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়ার জায়গা) এবং আখিরাতকে দারুল ক্বরার (স্থায়ী বসবাসের জায়গা) বলা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬৯ পৃ:)**

(৯) সুফিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন: যেভাবে বীজ পানির সাহায্য ছাড়া অঙ্কুরিত হতে পারে না, তেমনই আমাদের আমল কারো কৃপাদৃষ্টি ছাড়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হতে পারে না। শয়তানের নিকট আমলের বীজ অনেক ছিলো কিন্তু সেগুলো নবুয়তের পানি পায়নি, অতএব কবুলিয়্যতের ফল আসেনি। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৬৯ পৃ:)**

(১০) বক্তা ও আলিম এমনভাবে ওয়াজ করবেন না যা দ্বারা মানুষের মাঝে জেদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ফ্যাসাদ ও মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। যদি কারো ব্যাপারে প্রবল ধারনা হয় যে, তাকে উপদেশ দেয়াটা আরো বেশি অনিষ্টতার কারণ হবে তবে তাকে উপদেশ দিবে না।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৭৫৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

(১১) তাবলীগ ও মুজিযা ইত্যাদি স্থায়ী পথ নির্দেশক নয়। হেদায়ত আল্লাহ পাকের অনুগ্রহেই অর্জিত হয়। এই বিষয়গুলো হেদায়তের উপলক্ষ্য, অসুস্থতা দূর করার জন্য ঔষধ প্রয়োজন, চিকিৎসা অবশ্যই করতে হবে কিন্তু ভরসা আল্লাহ পাকের উপর করা উচিত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৭১ পৃ:)

(১২) জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টিই রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অনুগত ও অনুসারী, আল্লাহ পাকের ইবাদতগুজার, কেউ কাফের নয় এবং কেউ নবীর শত্রু নয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৭১ পৃ:)

(১৩) জ্ঞান ছাড়া দ্বীনি মাসআলার ব্যাপারে বিতর্ক করা বা শুধু বিতর্কের উদ্দেশ্যে মুনাযারা করা শয়তান বা শয়তানী লোকদের কাজ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৭২ পৃ:)

(১৪) গুনাহগার মুমিন নিজের গুনাহকে ভালো মনে করে না, তাই সে মুমিনই থাকে, কিন্তু কাফের তার কুকর্মকে ভালো মনে করে, এতে গর্ব করে, তাই সে মাগফিরাতের উপযুক্ত নয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৭৫৯ পৃ:)**

অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার নিদর্শন

(১৫) দ্বীনি কাজ কঠিন মনে হওয়া, দুনিয়াবী কাজ সহজ অনুভব হওয়া, অন্তরের সংকীর্ণতার নিদর্শন এবং অন্তরের সংকীর্ণতা হলো, কুফরের উপকরণ জমা হয়ে যাওয়া এবং ইসলামের উপকরণ পাওয়া না যাওয়া। আল্লাহ রক্ষা করুক। মনে রাখবেন, এতে এটা আবশ্যক নয় যে, মানুষ কুফর করতে বাধ্য; বরং সে যা কুফর ও অবাধ্যতা করে তা নিজের ইচ্ছায় করে। তার অপকর্মের কারণে অন্তরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন লোহায় মরিচা ধরে অকেজো হয়ে যায়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৭৩ পৃ:)**

www.dawateislami.net

(১৬) জান্নাতে সব ধরনের নিরাপত্তা থাকবে। রোগ, মৃত্যু, কারও বিরোধিতার আশংখা থাকবে না, তাই একে "দারুস সালাম" (অর্থাৎ নিরাপত্তার ঘর) বলা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৭৫৯ পৃ:)**

(১৭) যদি ভালো শাসক চাও তবে ভালো আমল করো।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৭৪ পৃ:)

(১৮) কিয়ামতে হিসাব-নিকাশ, প্রশ্নোত্তর আল্লাহ পাকের অজ্ঞতার কারণে নয় বরং এই কারণে হবে, যেমন দুনিয়ায় অপরাধীকে না জানিয়ে শাস্তি দেয়া হয় না, তেমনিভাবে আখিরাতেও বরং অপরাধীকে জানিয়ে স্বীকার করিয়ে আযাব দেয়া হবে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১৭৪ পৃ:)**

(১৯) প্রকাশ্যে নেককার থাকা, গোপনে গুনাহ করা, তাকওয়া নয়; বরং রিয়াকারী। তাকওয়া হলো, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। রিয়াকার প্রকাশ্য ফাসিকের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। একটি প্রবচন:

তান উজলা মান সানু লা-বিগলে কাসা ভিক,
তু সে তু কাগা ভালা জু আন্দার বাহার এক[১]

(অর্থাৎ রিয়াকার, বকের মতেই, কেননা তা দেখতে তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং দেখতে সাদা দেখায় কিন্তু সব সময় শিকার করার জন্য প্রস্তুত থাকে। রিয়াকার লোকের চেয়ে তো কাক উত্তম। আল্লাহ পাক সঠিক তাকওয়া নসীব করুক। আমিন **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৭৮-৭৬০ পৃ:)**

(২২) সুফিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন, আচরণের অবনতি ইবাদতের অবনতিতে পৌঁছিয়ে দেয় আর ইবাদতের অবনতি কখনো কখনো আকিদার অবনতির কারণ হয়ে যায়। মুস্তাহাব ত্যাগ করা সুন্নাত

---

১. এটি একটি প্রবাদ বাক্য, তাফসীরে নুরুল ইরফানে এটি শের আকারে লিখা হয়েছে, কিছুটা পরিবর্তন রয়েছে, লুগাত ইত্যাদি থেকে দেখে তা সঠিক করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

ত্যাগের আর সুন্নাত ত্যাগ করা ফরয ত্যাগের কারণ, চোরকে প্রথম দরজাতেই থামিয়ে দাও। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৭৯ পৃ:)**

(২১) আল্লাহর জন্য জীবন হলো তা-ই, যা আল্লাহর কাজে নিবেদিত হয়ে থাকে। বাঁচলে দ্বীনের খেদমত আর আল্লাহর স্মরণে, মরলে তবে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬০ পৃ:)**

(২২) সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম মুমিন হলেন প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। হযরত জিবরাইল ও মিকাইল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর পূর্বেও তিনি আবিদ এবং নবী ছিলেন। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬০ পৃ:)**

"সূরা আরাফ" থেকে অর্জিত ২১টি সুন্দর বিষয়

(১) রাতের শেষ অংশ আল্লাহ পাকের যিকিরকারীদের জন্য রহমত অবতীর্ণের সময়, উদাসিনদের জন্য আযাব অবতীর্ণের। এজন্যই এই সময়ে তাহাজ্জুদের নামায সর্বোত্তম, যাতে আল্লাহর ক্রোধের আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৮১ পৃ:)**

আশিকে ইলাহী ও রাসূলের ভালোবাসা

(২) আশিকে ইলাহী এবং রাসূলের ভালোবাসার পরিমাপ করা যায় না, কারণ এটি এমন আমল যা অন্তরের অনুভূতি। তেমনই প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আমলের ওজন হবে না, কারণ কোনো পাল্লা রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আমল পরিমাপ করতে পারবে না। যেমনটি দুনিয়ার পাল্লা সমুদ্রের পানি ও বাতাস পরিমাপ করতে পারে না। রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাম এতো ভারী হবে যে, আমার মতো লাখো গুনাহগারের গুনাহের খাতা (আমলনামা)اِنْ شَآءَ الله এর তুলনায় হালকা হয়ে যাবে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৮২ পৃ:)**

www.dawateislami.net

(৩) সর্বপ্রথম তকিয়াহ শয়তান করেছিলো (অর্থাৎ মিথ্যা বলা) যে, আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করেছিল। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৮৩ পৃ:)**

(৪) ভুলকে নিজের বলে মনে করা উচিত এবং নেক কাজ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। এটি নবীর সুন্নাত। শয়তান নিজের পথভ্রষ্টতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে বলে বললো যেমন, "فَبِمَا اَغْوَيْتَنِیْ" তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছো। সুতরাং সে অভিশপ্ত হলো। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬১ পৃ:)**

(৫) শয়তান বাহ্যিকভাবে কাফেরের বন্ধু আর কাফেররা অন্তর থেকে শয়তানের বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে শয়তান কাফেরেরও বন্ধু নয়, সে তো মানুষেরই শত্রু। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৮৪ পৃ:)**

ঐক্যতার মধ্যে বরকত

(৬) দোযখের আযাবের মধ্যে একটি আযাব হলো সেখানে পরস্পরের মাঝে অনৈক্য থাকবে, যেমনটি জান্নাতের সাওয়াব সমূহের মধ্যে একটি সাওয়াব হলো সেখানে ঐক্য ও ভালোবাসা থাকবে। দুনিয়ায় যেই মুমিনের ঘরে ঐক্য রয়েছে, সেটা জান্নাতী ঘর। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৮৬ পৃ:)**

(৭) মূর্খদের অভদ্রতা সহ্য করা আম্বিয়ায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সুন্নাত। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৯১ পৃ:)**

(৮) দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও শান্তি পরীক্ষা স্বরূপ। দুঃখে ধৈর্যশীল, সুখে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৯৬ পৃ:)**

(৯) বিপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন না করা, একে ঐক্যমতের মধ্যে মনে করা উদাসিন জাতির লক্ষণ। সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) সকল প্রকার অসুস্থতার ক্ষেত্রে মনে করতেন যে, কোন ভুলের কারণে এই

www.dawateislami.net

কষ্ট এলো এবং সকল প্রকার নেয়ামতে ভয় করতেন যে, এই নেয়ামত আল্লাহ পাকের আযাব যেনো না হয়। জাগ্রত অন্তরের এটাই লক্ষণ হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসীব করুক। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৯৬ পৃ:)**

(১০) আল্লাহর আযাব প্রায় উদাসিনতার সময় আসে এবং উদাসিনতা অধিকাংশ সময় রাতের শেষভাগে বা দুপুরের সময় হয়ে থাকে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৯৬ পৃ:)**

(১১) প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হলো, কাফেররা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, কাফেরের অসন্তুষ্টি ঈমানের দৃঢ়তার দলিল। যার উপর কাফেরও সন্তুষ্ট এবং মুসলমানও সন্তুষ্ট, সে মুনাফিক। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ১৯৯ পৃ:)**

(১২) অহংকার হলো ঐ আগুন, যা অন্তরের সকল যোগ্যতাকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়, বিশেষকরে যখন আল্লাহ পাকের প্রিয়ভাজনদের তুলনায় অহংকার হয়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০২ পৃ:)**

(১৩) আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীর নেক আমল তো পূর্ববর্তী উম্মতদের জানিয়েছেন কিন্তু তাদের গুনাহ প্রকাশ করেননি, কারণ এই উম্মত যদিও গুনাহগার তবে মাহবুবেরই উম্মত। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬৪ পৃ:)**

(১৪) প্রিয় নবীর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্মান কথায়, কাজে সবদিক দিয়ে আবশ্যক, বরং ঈমানের অংশ আর যেই সম্মান হারাম নয়, তা করবেন, দলিলের প্রয়োজন নেই, সিজদা করবেন না, অবশিষ্ট সকল প্রকার সম্মান করুন। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০৫ পৃ:)**

(১৫) প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অনুসরণ মানে হলো: বিনা প্রশ্নে তাঁর আনুগত্য করা, নিজেকে তাঁর হাতে এমনভাবে সমর্পণ করা যেন মৃতদেহ গোসল করানোর সময় গোসলকারীর হাতে থাকে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০৫ পৃ:)

www.dawateislami.net

(১৬) গুনাহের ভয়াবহতায় আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬৫ পৃ:)**

(১৭) সম্মানিত শহরে বসবাস করাও আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত। মদীনাবাসীরা সৌভাগ্যবান, কারণ মাহবুবের শহরে বাস করে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৭৬৫ পৃ:)

(১৮) যে জিহ্বা আল্লাহর প্রশংসা ও প্রিয় নবীর নাত পড়ে না, তা নির্বাক। যে কান আল্লাহর বাণী শোনে না, তা বধির। যে চোখ আল্লাহর নিদর্শন দেখে না, তা অন্ধ। কারণ তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে না।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০৯ পৃ:)

(১৯) জ্বিন ও মানুষের মধ্যে হেদায়েতপ্রাপ্ত কম আর পথভ্রষ্ট বেশি।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০৯ পৃ:)

(২০) মানুষ যদি সঠিক পথে থাকে তবে ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম হতে পারে আর যদি বিপথে চলে তবে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কারণ পশুরা তো তাদের ভালো - মন্দ বুঝে, কিন্তু এই মানুষ তা বুঝে না। কুকুর গন্ধ শুকে মুখ দিয়ে থাকে, কিন্তু এই মানুষ কোনো যাচাই - বাচাই করা ছাড়া হালাল-হারাম সব খায়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০৯ পৃ:)**

(২১) যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত আদায় করা উচিত, তেমনই পৃথিবীর বস্তু সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করা উচিত যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর মারিফাত (অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয়) নসীব হয়।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২০৯ পৃ:)

"সূরা আল-আনফাল" থেকে অর্জিত ৬টি সুন্দর বিষয়

(১) কুরআন خُشُوْع , خُضُوْع (অর্থাৎ বিনয় ও একাগ্রতা) এবং পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। মুমিনের জন্য এই পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করা, ভবিষ্যতে নির্ভীকতার মাধ্যম। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২১৩ পৃ:)**

www.dawateislami.net

(২) আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে মুমিনের অন্তরে কাফেরের ভয় আসে না; বরং কাফেরের অন্তর মুমিনের গাম্ভীর্যে ভীত থাকে। ঈমান হলো মুমিনের বড় হাতিয়ার। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬৭ পৃ:)**

(৩) আল্লাহ পাক মুমিনকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যে, সে একনিষ্ট ও মুনাফিককে চিনতে পারে। তাহলে এটা কীভাবে হতে পারে যে, প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুনাফিকদের চিনতে পারবেন না! একইভাবে মুমিন ঈমানের নূর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মুমিনের অন্তর স্বভাবগতভাবে বাতিলকে ঘৃণা করে আর হকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২১৭ পৃ:)**

রিয়াকারী ও একনিষ্টতার বর্ণনা

(৪) তাকওয়ার চারটি স্তর রয়েছে, অতএব বেলায়তেরও স্তর চারটি: (১) কুফর থেকে বেঁচে থাকা, (২) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, (৩) সন্দেহজনক বিষয় ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা, (৪) গায়রুল্লাহ থেকে বেঁচে থাকা। গায়রুল্লাহ হলো যা আল্লাহ পাক থেকে উদাসিন করে দেয়। যদি নামায ও অন্যান্য ইবাদত রিয়া (লোক দেখানোর) জন্য হয়, তবে তা গায়রুল্লাহ। আর যদি খাওয়া আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে তা গাইর তথা অন্য কারো জন্য নয়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬৮ পৃ:)**

(৫) তালি বাজানো, শিস দেয়া কাফেরদের কাজ।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২১৮ পৃ:)

(৬) আল্লাহ তো সকলের কথাই শোনেন, কিন্তু সকলের কথা গ্রহন করেন না, গ্রহণ করেন কেবল তাদের, যারা তাঁর আদেশ মানে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৬৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

"সূরা তাওবা" থেকে অর্জিত ২৩টি অসাধারণ বিষয়

(১) মসজিদ পূর্ণ করার আগ্রহ ঈমানের লক্ষণ। অনুরূপভাবে মসজিদের প্রতি ঘৃণা বা মসজিদ ধ্বংস করার প্রবণতা কুফরের লক্ষণ।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২২৮ পৃ:)

মসজিদে আলোকসজ্জার প্রচলন অনেক পুরনো

(২) রমযানে খতমে তারাবীর সময় মসজিদে আলোকসজ্জা করা অনেক সাওয়াবের কাজ, কারণ এটিও মসজিদ পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম উন্নতমানের গালিচা হযরত উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বিছিয়েছেন, এর পূর্বে শুধুমাত্র পাথরের টুকরো ছিল। এর আলিশান বিল্ডিং সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। এতে সর্বপ্রথম প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন হযরত তামীম দারী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)। হযরত ওমর ফারুকের আমলে রমযানের তারাবীর সময় তিনি আলোকসজ্জা করেন এবং হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ওমর ফারুক (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) কে কবর আলোকিত করার দোয়া করেছিলেন (যে, আল্লাহ পাক আপনার কবরকে আলোকিত করুক)। (সাহাবীয়ে রাসূল) হযরত দিহইয়া কালবী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) মসজিদে নববীতে আলোকসজ্জা করতেন। হযরত সুলাইমান (عَلَیۡہِ السَّلَام) বায়তুল মুকাদ্দাসে এমন আলোকসজ্জা করতেন যে, কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত এর আলোয় মহিলারা চরকা ঘুরিয়ে নিতো। হযরত সুলাইমান عَلَیۡہِ السَّلَام বায়তুল মুকাদ্দাসে লাল গন্ধকের আলোকসজ্জা করেন, যার আলো ১২ বর্গমাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতো এবং একে সোনা-রূপা দিয়ে সজ্জিত করেন। এসকল মহান মনিষীরা আল্লাহ পাকের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২২৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

(৩) রাসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কাজ আল্লাহরই কাজ, কারণ মুসলমানদের সুখবর দেয়া রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কাজ, এজন্যই তাঁর নাম "বশীর" (অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদানকারী)। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭০ পৃ:)**

(৪) কিয়ামতের দিন ক্ষমা ও জান্নাতের নেয়ামত শুধুমাত্র নিজের আমলের ফলস্বরূপ নয় বরং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের ফলস্বরূপ, নেক আমল তো তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার মাধ্যম। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭০ পৃ:)**

(৫) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে উত্তম নেয়ামত। আল্লাহ আমাদের নসীব করুক। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭০ পৃ:)**

শানে সিদ্দীকী

(৬) (হযরত) আবু বকর সিদ্দিক (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর সাহাবি হওয়ার বিষয়টা অকাট্য কুরআনী ঈমান, অতএব তা অস্বীকার করা কুফর। সিদ্দিকে আকবর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর মর্যাদা রাসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পরে (সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে) সবচেয়ে বড়, কারণ আল্লাহ পাক তাঁকে রাসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দ্বিতীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁকে নিজের জায়নামাযে ইমাম বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এরপর খেলাফত সিদ্দীকে আকবরের জন্য। আল্লাহ পাক তাঁকে দ্বিতীয় বানিয়েছেন, তো তাকে তৃতীয় বা চতুর্থ কে বানাতে পারে? তিনি তো কবরেও দ্বিতীয়, হাশরেও দ্বিতীয় থাকবেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭১ পৃ:)

(৭) মুনাফিক নেকীও মন্দ নিয়্যতে করে থাকে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৩৪ পৃ:)

www.dawateislami.net

আখিরাতের বিষয়াদি দুনিয়ার বিষয়াদির বিপরীত

(৮) আল্লাহর পথে কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া ক্ষতি আর কষ্ট সহ্য করা উপকারী, যারা আল্লাহর পথে বেশি খরচ করে তারা লাভে রয়েছে আর যারা কম খরচ করে তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। সেখানকার ব্যাপার এখানকার বিপরীত। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭১ পৃ:)**

নামাযে অলসতা দ্বারা উদ্দেশ্য

(৯) অলসভাবে নামায পড়া মুনাফিকদের পদ্ধতি। এটা থেকে অনেক ফিকহী মাসআলা (শরয়ী মাসআলা) বের করা যেতে পারে। সংকটকালীন সময়ে নামায পড়া, জামাআত বিহীন নামায পড়ার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, খালি মাথায় নামায পড়া, বোতাম খোলা রেখে বা আস্তিন তুলে নামায পড়া মাকরূহ, কারণ এগুলো অলসতার লক্ষণ।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৩৫ পৃ:)

(১০) যে সম্পদ, সন্তান, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসিন করে, তা আল্লাহ পাকের আযাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এটা থেকে হেফাযত করুক। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৩৫ পৃ:)**

মুমিন আর কাফিরের মৃত্যু

(১১) ধনীদের প্রাণ কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বের হয় এবং তাদের দ্বিগুণ কষ্ট হয়, দুনিয়া থেকে যাওয়ার আর সম্পদ ছাড়ার। মুমিনের প্রাণ সহজে বের হয়, কারণ তারা এটিকে রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যম মনে করে। এজন্য তাদের মৃত্যুকে "উরস" বলা হয়, অর্থাৎ বিয়ে এবং বরের সাথে সাক্ষাতের দিন। মৃত্যু একটি রেলগাড়ি (অর্থাৎ ট্রেন), যা অপরাধীকে ফাঁসির স্থানে এবং বরকে বিয়ের স্থানে

www.dawateislami.net

পৌঁছে দেয়। মুমিনের জন্য মৃত্যু "সাক্ষাতের দিন", কাফেরের জন্য "ছুটে যাওয়ার দিন।" **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৩৫ পৃ:)**

জান্নাতের নেয়ামত আর রবের সন্তুষ্টি

(১২) জান্নাতের নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। কখনো তাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। প্রিয়জনের সন্তুষ্টি প্রেমিকের জন্য একটি বড় নেয়ামত। মনে রাখবেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ পাকের দিদার কোন আমলের প্রতিদান হবে না। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান হবে। দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট হওয়ার নিদর্শন হলো, তার প্রতি আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা সন্তুষ্ট হবে এবং তার নেক আমলের তাওফিক অর্জিত হবে। যখন আল্লাহ পাক কারো উপর সন্তুষ্ট হন, তখন ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা হয় যে, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। বুযুর্গানে দ্বীনদের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ তাঁদের আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হওয়ারই লক্ষণ। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৩৯ পৃ:)**

(১৩) আল্লাহ পাকের একটু সন্তুষ্টি পাওয়া বড় সফলতা। আল্লাহ আপন অনুগ্রহ দ্বারা নসিব করুক। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৩৯ পৃ:)**

(১৪) যেই ব্যক্তির গুনাহকে সহজ মনে হয় এবং নেক কাজকে ভারী, বুঝে নাও তার অন্তরে নিফাক (অর্থাৎ মুনাফেকী) রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের রক্ষা করুক। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৭৭২ পৃ:)**

www.dawateislami.net

কবরে বরকতময় বস্তু রাখা জায়িয

(১৫) মৃত ব্যক্তির কাফনে বা কবরে বরকতময় বস্তু রাখা, যাতে কবরের আযাব দূর হয়, এটি জায়িয বরং সুন্নাত। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৪১ পৃ:)**

(১৬) সদকা তার গ্রহীতা ও প্রদানকারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করবে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৪৪ পৃ:)**

(১৭) পৃথিবীর কোন মুসলমান সাহাবায়ে কেরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না। তাঁদের নেকীর রশিদ আরশে আযিম থেকে চলে এসেছে, আমাদের কারো নেকীর গ্রহণযোগ্যতার খবর নেই।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৪৪ পৃ:)

(১৮) রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আস্তানায় হাজিরি দিয়ে তাওবা করা কবুলিয়্যতের উত্তম উপায়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ২৪৫ পৃ:)**

পছন্দনীয় সদকা

(১৯) যে সদকা রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর হাত দ্বারা খয়রাত করানো হয়, তা অধিক প্রিয় (অর্থাৎ পছন্দনীয়)। সাহাবীদের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর উপর আমল ছিলো। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ২৪৫ পৃ:)**

(২০) গুনাহগার বান্দার জন্য বয়কটই সবচেয়ে ভাল সংশোধন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭৫ পৃ:)

(২১) সূফিয়ায়ে কেরামগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন, যার অন্তরে নবীর প্রতি শত্রুতা থাকে, তার তাওবার তাওফিক খুব কমই অর্জিত হয়, প্রায়ই তার শেষ পরিণতি কুফরের উপর হয়। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাযত করুক। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ২৪৯ পৃ:)**

www.dawateislami.net

ফয়যানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২২) রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্ম মক্কায় এবং বসবাস মদীনায়, তবে আগমন প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে রয়েছে, যেমন সূর্য চতুর্থ আসমানে অবস্থান করে কিন্তু আলো সারা জগতে ছড়ায়। যেমন সূর্যের সাধারণ ফয়েয অর্থাৎ আলো সকল স্থানে থাকে, কিন্তু বিশেষ ফয়েয বিশেষ স্থানেই থাকে; সুতরাং তা ক্ষেতে শস্য ফলায়, বাগানে ফুল ফোটায়, বাগানে ফল পাকায়, বাদাখশা[২] এর পাহাড়ে পদ্মরাগ ও পান্না তৈরি করে, তেমনই রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাধারণ ফয়েয (অর্থাৎ পয়গাম) সকলের নিকটেই পৌঁছে, কিন্তু ঈমান শুধুমাত্র মুমিনরাই পেয়েছে। সাধারণ জ্ঞান আল্লাহর বন্ধুদের, কুতুবিয়্যাত এবং গাউসিয়্যাতের সূধা বিশেষভাবে আউলিয়াদের, সাহাবিয়্যাত বিশেষ দলের। রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওফাত দ্বারা রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিলাদত অর্থাৎ প্রকাশের সমাপ্তি হয়েছে, আগমন শেষ হয়নি। তিনি সর্বদার জন্য এসে গেছেন, যেমন সূর্যের অস্ত যাওয়াতে তার প্রকাশের সমাপ্তি হয়, অস্তিত্বের নয়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭০ পৃ:) (তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭৫ পৃ:)**

(২৩) অন্য লোকেরা তো নিজের এবং নিজের সন্তানদের কল্যাণের লোভী হয়, কিন্তু এই রাসূলে রহমত আপন উম্মতের কল্যাণের লোভী।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, ৭৭৫ পৃ:)

---

২. আফগানিস্তানের একটি রাজ্য, যেটার লাল পদ্মরাগ মনি খুব প্রসিদ্ধ।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net